সমকাল

তারিখ ..10.OCT..2016...
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম 2

শিক্ষক নিয়োগ : নির্বাচিত ১২ হাজার ৬১৯ জন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

■ বিশেষ প্রতিনিধি

এক বছর পর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বন্ধ্যত্ব কাটছে। প্রথম কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে 'জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' (এনটিআরসিএ)। এতে বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ১২ হাজার ৬১৯ জন। গতকাল রোববার বিকেলে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, নিয়োগের জন্য নির্বাচিতদের আগামী এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগ দিতে হবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই প্রথম নিয়োগের ক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের হাতে গেল। এনটিআরসিএ নির্বাচিত শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করল। যেসব নিয়োগ প্রার্থী এনটিআরসিএর প্রথম পরীক্ষা থেকে ১২তম পরীক্ষা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে আবেদনের ভিত্তিতে এই মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচিত প্রার্থী ও চাহিদা দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টেলিটকের খুদেবার্তার মাধ্যমে (এসএমএস) ফল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এসএমএস পেয়েছেন সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রার্থী, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠান প্রধান। এ ছাড়া আবেদনকারীসহ সংশ্লিষ্টরা http://ngi.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে ফল দেখতে পারবেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী কম্পিউটারে বাটন টিপে ফল প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচিত প্রার্থীরা এখন সরাসরি তাদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যোগদান করবেন। কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। আমরা বলতে পারি, যে কার্যক্রম হচ্ছে তা শতভাগ স্বচ্ছ। সব ধরনের বিড়ম্বনামুক্ত।' জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'প্রথমবার করতে গিয়ে বোঝা গেল এটা খুবই কঠিন কাজ। কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য যাতে জিনিসটা গোপন থাকে এমনভাবে এটি হয়েছে। এর মধ্যে তদবিরের কোনো সুযোগ নেই, স্বজনপ্রীতিরও কোনো সুযোগ নেই। যিনি যোগ্য তিনিই নির্বাচিত হবেন।'

'নির্বাচিতরা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে কেউ টাকা-পয়সা চাইলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে'– সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী দৃঢ়ভাষায় বলেন, 'নিয়োগ তো আমরাই দিয়ে দিলাম। তাই কারও কোনো টাকা চাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। তার পরও কেউ টাকা চাইলে আমাদের জানাতে পারেন। আমরা এটাকে ঘুষের অপরাধ হিসেবে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেব।'

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবার প্রথমবার সারাদেশের ছয় হাজার

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

শিক্ষক নিয়োগ

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

৪৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ১৪ হাজার ৬৬৯টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা এনটিআরসিএকে জানিয়েছিল। তারপর চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন নেওয়া হয়। একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করেছেন। মোট আবেদনকারী দুই লাখ ৪৯ হাজার ৫০২ জন। তারা মোট ১৩ লাখ ৭৫ হাজার ১৮৭টি আবেদন করেছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৬৮ হাজার ৯৩৮ ও নারী ৮০ হাজার ৫৬৪ জন।

শারীরিক শিক্ষা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসার প্রধানসহ কয়েকটি বিষয়ের মোট ৭১৮টি পদের বিপরীতে এবার কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন কারণে বাছাই স্থগিত পদের সংখ্যা ৬৮৫টি। নারী কোটার ২০৪টি পদে এবার কোনো আবেদনকারী পাওয়া যায়নি। আর আদালতে মামলার কারণে স্থগিত এক হাজার ৯৫টি পদের জন্য আবেদন করেছেন ৬২ হাজার ৪৮ জন।

আগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়োগ দিত। এক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের ঘুষ নেওয়ার ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছিল।

শিক্ষক নিয়োগের নতুন নিয়মে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা গত ২০ জুলাই থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করেন। শিক্ষক নিয়োগের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনলাইনে চাহিদাও নেয় এনটিআরসিএ।

গত বছরের ২১ অক্টোবর 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬' সংশোধন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর ১১ নভেম্বর থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ৩০ ডিসেম্বর সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে এনটিআরসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে নতুন নিয়মের পরিপত্র জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে শিক্ষক নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। নতুন এ ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা হারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি।